জীবন বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়

-কৌস্তুভ মিত্র (Koustuv Mitra), কনিষ্ঠ সন্তান (Younger Son)

সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু একটা কাঁটা করি দিব দূর
তারপরে ছুটি নিব।
সুখ হাসি আরো হবে উজ্জল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহ সুধামাখা বাস গৃহতল
আরো আপনার হবে।

বাবার মুখে মাঝে মাঝেই শোনা যেত উপরের পঙক্তিটি। আসলে বাবা যে এত তাড়াতাড়ি ছুটি নেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। In fact, আমার মনে হত বাবা যেন সারাজীবন ই আমাদের সাথে থাকবেন। যদিও কবির ভাষায় আর বাবার গলায় অনেকবারই শুনেছি
জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর
হায়রে জীবন নদে।
আপাতদৃষ্টিতে গম্ভীর মানুষটি ছিলেন ছেলে, ভাইপো-ভাইজি ও নাতি-নাতনিদের কাছে বন্ধুর মত। আজও মনে পড়ে ছোটবেলায় আমার Aquarium এর শখ পূরণ করতে গিয়ে বাবার হাতে গরম পিচ পরে হাতটা কি বীভৎসভাবে পুড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার জন্য আমাকে তখন একবারও বকা খেতে হয় নি। অথচ নিজে এখন সন্তানদের জন্য কিছু করে দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে রেগে গিয়ে বকে উঠি। বাবা জীবনে কোন কাজে কোনদিন বাধা দেন নি আমাদের। খালি কোনো ডিসিশন যদি পছন্দ না হতো বা মতবিরোধ থাকতো তখন বলতেন বুঝলি পাপা এইরকম করলে মনে হয় ভালো হয়। তখন আমি বুঝতে পারতাম হয়তো এটা করা ঠিক হবে না বা আমার চিন্তা ধারায় কোন ভুল আছে।

শৈশব আমার কেটেছিল লিলুয়া রেল কোয়াটারে।যখন কোয়াটারের আশেপাশে বাবার কলিগের সন্তানরা সমমানের সন্তানদের সাথে খেলাধুলায় অভ্যস্ত তখন আমি আর দাদা তথাকথিত নিম্নমানের অবাঙালি

ছেলেদের সাথে যারা কেউ কেউ রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো তাদের সাথে খেলায় মত্ত। অনেকে বারণ করতেন বাবা-মাকে ওদের সাথে না মিশতে। মিশলে নাকি স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে। বাবার প্রশ্রয় এতটাই ছিল যে কোনদিন বাড়ন তো করেননি উল্টে সাধ্যমত ফুটবল ব্যাট কিনে দিয়েছিলেন যাতে আমরা সবাই খেলতে পারি। হয়তো সেই সময় থেকেই ভালো-মন্দের জ্ঞান টা তৈরি হতে শুর করেছিল। সব সময় ভালো রা যে ভালো না বা তথাকথিত মন্দরা অনেকেই ভালো এই বোঝাটা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

শৈশব লিলুয়া কাটানোর পর 1988 এর 24 ডিসেম্বর বেলুড়ে নিজেদের বাড়ি আমরা চলে আসি। জীবনের আরেক অধ্যায় শুরু হয় বিদ্যামন্দিরে পঠনরত শচী দা,সুব্রতদা, অনিন্দ্য দা এবং বেলুড় বয়েজ ও গার্লস এর কিছু সঙ্গী সাথীদের নিয়ে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিজ্ঞান ক্লাবের কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান ও দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুরনো পড়ার বই সংগ্রহ করে একটি লাইব্রেরী গঠন করতে ব্যস্ত আমরা মানে আমি, তমাল, অনল, বেজ ,দেবাশীষ , মৌ ,মহুয়া আরো সবাই। তার জন্য দফায় দফায় 14-15 জন এর মিটিং। কিন্তু মিটিং এর জায়গায় কোথায় এত লোকের। সেটাও কিন্তু বাবার প্রশ্রয় আমাদের নতুন বাড়িতেই হতো। যদিও বাবা কিছুটা সময় নিজের মত থাকতে ভালবাসতেন, আমৃত্যু পর্যন্ত তবুও এত বন্ধুর আনাগোনা কোনদিনই বিরোধিতা করেননি। শুধু মিটিং এই শেষ ছিলনা। সারাদিনব্যাপী চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমা দেখা একসাথে 30-35 জনের অথবা প্রতিবছর সপ্তমীর দিন যে যেখানেই থাকুক না কেন আমাদের বাড়ি চলে আসা এইসব ও চলত বাবা-মায়ের প্রশ্রয়।

বাবা চারিত্রিকভাবে অসম্ভব দৃঢ় ও সাহসী ছিলেন। মুখের উপর সত্য কথা বলতেও দ্বিধা বোধ করতেন না, সে ছেলেরাই হোক আর অন্য কেউ হোক। সালটি ঠিক মনে নেই। তবে 1989-90 মধ্যে হবে। সেদিন বেলুড়ের বাড়িতে বাবা, আমার বরদা হীরক মিত্র, দাদা কৃশানু মিত্র ও আমি। মা মামার বাড়ি বালিগঞ্জ গিয়েছিলেন। রাতের খাওয়ার পর আমরা শুতে যাব। সেই সময় পাড়ায় খুব গন্ডগোল। চোর সন্দেহে একজন ধরা পড়েছে আর তার উপর চলছে পাবলিকের গণপ্রহার। আর স্থানটি ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে। কিছু পাবলিক ব্যাপারটা না জেনেই চোর সন্দেহে ধরা পড়া ব্যক্তিটিকে 2-4 ঘা দিয়ে হাতের সুখ করে নিচ্ছিল। ব্যক্তিটির তখন প্রায় অর্ধমৃত অবস্থা। আমরাও পরিস্থিতি সহ্য না করতে পেরে তখন গৃহবন্দী। হঠাৎই বাবা বারান্দায় বেরিয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। বললেন আপনারা কি মেরে ফেলতে চান লোকটিকে। আগুনে ঘি পড়ার মতন সবাই হৈ হৈ করে তেরে এল। অকথ্য ভাষায়

গালিগালাজ সঙ্গে গেট ধরে ঝাঁকানি কিছুই বাদ রইল না। আমরা তস্ত্র হয়ে ঘরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু কাজ হল । সন্দেহভাজন চোর টি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল সেদিন। আমরা সারারাত তিন ভাই চোখের পাতা এক করতে পারিনি সেদিন। পরের দিন অবশ্য জানতে পেরেছিলাম ব্যক্তিটিকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে প্রহার করা হয়েছিল।

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াইটা যখন লড়ছি তখন বাবার ভরসা ছিল আমার প্রতি অপরিসীম। পরপর কয়েকটি অসাফল্য যখন আমার মনোবল ভেঙে দিয়েছিল বাবা তখনও নিশ্চল ভাবে পাশে থেকে বলে যেতেন “আমি জানতাম তুই এটায় পাবিনা, পরেরবার তুই ঠিক পেয়ে যাবি পাপা”। এই কথাগুলোই হয়তো পরবর্তী সময়ে সাফল্য এনে দিয়েছিল আমাকে। সরকারি চাকরিতে ঢোকার পর আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তার সূচনা হয় বাবার হাত ধরেই। ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় একাউন্টান্সি একটি বিষয় ছিল। আর আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। হিসাব শাস্ত্র কিছুই বুঝিনা। আমি জানতাম বাবা ইন্টারমিডিয়েটে হিসাব শাস্ত্রে 88 % শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য বাবা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ফি জমা দিতে না পারায় বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা বাবার করা হয়নি তখন। যদিও বাবা হিসাব শাস্ত্রে 88 % শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন, কিন্তু বাংলা ক্লাস ভালোলাগায় বাবা বি.এ. পাস করেন বাংলা নিয়ে। তাই চাকরি জীবনে উত্তরনের ক্ষেত্রেও সেই বাবার হাত ধরেই হিসাব শাস্ত্রের প্রথম পাঠ।

অফিসে আমার ভাতৃসম সহকর্মীরা অনেক সময় বলে থাকে আমার নাকি কাজ খুঁজে নিয়ে করার অভ্যেস। কিছু ক্ষেত্রে আমি নিজেও ভাবতে শুরু করেছিলাম হয়তো তাই। কিন্তু এ নিয়ে গভীরভাবে ভাবার কোন অবকাশ আমার হয়নি। বাবার মৃত্যুর পর আর লকডাউন এ বাড়িতে অখণ্ড অবকাশে মনে পড়ে গেল আমার স্নাতক হওয়ার পর বাবার কিছু কথা। বাবা আমাকে বলেছিলেন “পাপা, গ্রাজুয়েট তো হয়ে গেলি, এরপর যদি হাওড়া স্টেশনে মুটে গিরিও করিস তাহলে বোঝাটা তুলে পয়সা নিস”। এটাই হয়তো আজও আমার রক্তে মিশে গেছে। আসলে

life is nothing when we get everything,
but life is everything when we miss something,
value of people is realised in their absence only.